"বসন্তের প্রভাত" পুস্তিকার আত্তারের চিঠির পরিবর্তে এই চিঠি পড়ে শুনান!



জশনে বেলাদত সম্পর্কিত আত্তারের চিঠি

২৬ সফর শরীফ ১৪৪৮ হি/ ১০ আগষ্ট ২০২৬ ইং এর চিঠি

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

জশনে বেলাদত সম্পর্কিত আত্তারের চিঠি

(অনুরোধ: প্রত্যেক বছর মাহে আলা হযরত, মাহে সফর শরীফের শেষ সপ্তাহিক ইজতিমায় "মাকতুবে আত্তার" তথা আত্তারের চিঠির পাঠ করে শুনিয়ে দিবেন। ইসলামী বোনেরা প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিবর্তন করে নিবেন এবং এটাও বলে দিবেন যে প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিবর্তন করা হয়েছে)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পক্ষ থেকে আশিকানে রাসূলের খেদমতে:

اَلسَّلَامُ عَلَیۡکُمۡ وَرَحۡمَۃُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہٗ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡن মেতে উঠুন! মাহে মিলাদ, রবিউল আউয়াল শরীফ অতি সন্নিকটে, ভালো ভালো নিয়ত সহকারে জশনে বেলাদত উদযাপনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

তুম ভী কর কে উন কা চর্চা আপনে দিল চমকাও
উঁচে ম্যা উঁচা নবী কা ঝান্ডা ঘর ঘর ম্যা লেহরাও

(১) চাঁদরাতে এই বাক্যগুলো তিনবার মসজিদে ঘোষণা করুন: "সকল আশিকানে রাসূলকে মাহে মিলাদের মুবারকবাদ, রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ উদিত হয়েছে, অধিকহারে দরুদ পাঠ করুন এবং সব সময়ের জন্য নামাযের প্রতি যত্নশীলতা অব্যাহত রাখার নিয়ত করে নিন।"

রবিউল আউয়াল উমিইদোঁ কী দুনিয়া সাথ লে আয়া
দোয়াউঁ কী কবুলিয়্যত কো হাতো হাত লে আয়া

www.dawateislami.net

(২) দয়া করে! রবিউল আউয়ালের বরকতে আজই ইসলামী ভাইয়েরা সর্বদার জন্য এক মুষ্ঠি পরিমাণ দাঁড়ি রাখার এবং ইসলামী বোনেরা সব সময়ের জন্য ইসলামী পর্দা অব্যাহত রাখার নিয়ত করুন। (পুরুষের দাঁড়ি মুন্ডানো অথবা এক মুষ্ঠি থেকে কম রাখা এবং মহিলাদের বেপর্দা হওয়া হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। সুতরাং যে-ই ব্যক্তি এগুলো করে তাদের অতি দ্রুত তাওবা করে এই গুনাহগুলো সর্বদার জন্য পরিহার করা জরুরী)

(পর্দা সম্পর্কিত তথ্যাবলী জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা "ইসলামী পর্দা" (পৃ:৩৭) পড়ে নিন)

ঝুক গেয়া কাবা, সভী বুত মুহ কে বাল ওন্ধে গিরে
দাবদাবা আমদ কা থাহ, আহলাউ ওয়া সাহলান মারহাবা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ:১৪৭)

(৩) প্রতিদিন নিজের আমলের "পর্যবেক্ষণ" করে মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা: "নেক আমল" এ দেওয়া খালিঘর পূরণ করে প্রত্যেক ইংরেজী মাসের প্রথম তারিখে আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন, اِنْ شَآءَ الله নেক আমলের উপর স্থায়ীত্ব নসীব হবে, তাকওয়ার অমূল্য ভান্ডার হাতে আসবে এবং ইশকে রাসূলের সুধা পান করা নসীব হবে।

বাদলিয়াঁ রহমত কী ছায়িঁ, বুন্দিইয়াঁ রহমত কী আঁয়ি
আব মুরাদেঁ দিল কী পায়িঁ, আমদে শাহে আরব হ্যা

(কবালায়ে বখশিশ, পৃ:৩৩৭)

(৪) ইসলামী ভাইয়েরা নিয়ত করুন যে, প্রত্যেক সপ্তাহে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় রাতে ইতিকাফ, প্রত্যেক সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় (প্রশ্নত্তোর শুরু হওয়া থেকে নিয়ে কমপক্ষে ১ ঘন্টা ১২ মিনিট) অংশগ্রহণ

www.dawateislami.net

করবেন। প্রতিমাসে তিনদিন, প্রত্যেক ১২ মাসে একমাস এবং জীবনে কমপক্ষে একবার একসাথে ১২মাসের সুন্নাত শেখা ও শেখানোর কাফেলায় সফরও করবেন। যদি নসীব হয়! সকল আশিকানে রাসূল বিশেষ করে মাহে মিলাদ, রবিউল আউয়াল শরীফে রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সাওয়াব পেশ করার নিয়তে কমপক্ষে তিনদিনের জন্য সুন্নাত শেখা ও শেখানোর মাদানী কাফেলায় সফর করুন। একইভাবে এতে ১২ রবিউল শামিল থাকবে, যেখানে কাফেলা অবস্থান করবে সেখানে ধূমধামের সাথে জশনে বেলাদত উদযাপন করার এবং জুলূসে মিলাদের ব্যবস্থা করবেন। সকলে প্রতিদিন "ঘর দরস"ও দিবেন অথবা শুনবেন আর ইসলামী বোনেরা, ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রতিদিন শুধুমাত্র মাহরিম এবং ঘরের ইসলামী বোনের মধ্যে "ঘর দরস" দিবেন। মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান ও বালেগাত (পুরুষ ও মহিলা শাখা) এরও ব্যবস্থা করুন। মোটকথা ইসলামী ভাইয়েরা দাওয়াতে ইসলামীর ১২ দ্বীনি কাজ আর ইসলামী বোনেরা ৮টি বিশেষ দ্বীনি কাজ করার নিয়ত করুন।

ম্যা মুবাল্লিগ বনুঁ সুন্নাতো কা, খুব চর্চা করোঁ সুন্নাতোঁ কা
ইয়া খোদা! দরস দুঁ সুন্নাতোঁ কা, হো করম! বেহরে খাকে মদীনা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ:১৮৯)

(৫) চাঁদ রাত থেকে শুরু করে ১২ রবিউল আউয়াল পর্যন্ত ঘর, দোকান, কারখানা ইত্যাদিতে ভালো ভালো নিয়ত সহকারে লাইটিং করুন এবং মিলাদের পতাকা উত্তোলন করুন। বাস, ট্রাক, ট্রলি, কার, টেক্সি, রিক্সা, সাইকেল, ইস্কুটি, ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদিতেও মিলাদের পতাকা লাগিয়ে দিন। اِنْ شَآءَ الله চারিদিকে মিলাদের পতাকার বাহার দেখা যাবে।

www.dawateislami.net

সাধারণত ট্রাকের পেছনে প্রাণির বড় বড় ছবি এবং অহেতুক কবিতা লেখা থাকে। সম্ভব হলে গাড়ির পেছনে এটা লিখিয়ে দিন: দাওয়াতে ইসলামী জিন্দাবাদ!

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ নিজের বাইক (শুধুমাত্র সামনের দিকে) কার, এবং অন্যান্য গাড়িতে সামনে অথবা পেছনে অথবা উভয় দিকে দাওয়াতে ইসলামী জিন্দাবাদ লিখিয়ে নিবে অথবা স্টিকার লাগাবে। তার গাড়ি এক্সিডেন্ট (Accident) থেকে হেফাযত করো এবং তাকে বিনা হিসাবে মাফ করে দাও, যে লোক কোনো গাড়ির মালিককে এই কাজের জন্য উৎসাহিত করবে তার হকেরও এই দোয়া কবুল করো।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জরুরী সতর্কতা: যদি পতাকায় সবুজ গম্বুজ, নালাইনে পাকের ছবি অথবা অন্য কোনো লেখা থাকে তবে এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন যেন সেটা না ফাটে, এবং উড়ে যেন নিচে জমিনে পড়ে না যায়। যদি আদব বজায় রাখতে না পারেন তবে এরকম পতাকা উত্তোলন করবেন না, এবং ১২ রবিউল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরপরই দ্রুত সমস্ত পতাকা এবং লাইট ইত্যাদি নামিয়ে ফেলবেন। বিশেষ করে মাদানী মারাকিয ফয়যানে মদীনা ও দাওয়াতে ইসলামীর পরিচালনাধীন মসজিদসমূহ এবং জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনা এবং সমস্ত দারুল মদীনাও এই নিয়মটি মেনে চলবেন।

রুহুল আমিঁ নে গাড়া কাবে কী ছাত পে ঝান্ডা
তা আরশে উড়া ফারেরা সুবহে শবে বেলাদত

(যওকে নাত, ৯৫)

www.dawateislami.net

(৬) মসজিদসমূহে মিলাদের পতাকা লাগিয়ে দিন এবং লাইটিং করুন। শরয়ী মাসআলা: "যেখানে মসজিদের টাকা দিয়ে ১২দিন ব্যাপী লাইটিং করার প্রচলন নেই সেখানে এই কাজের আলাদাভাবে চাঁদা সংগ্রহ করতে হবে এবং লাইটিংয়ের বিলও তা থেকে আদায় করতে হবে।" ফুটপাত বা সরকারি জায়গায় ইত্যাদিতে মিলাদের পতাকা লাগাবেন না কেননা এরদ্বারা অন্যান্য ক্ষতি ছাড়াও ট্রাফিক নিয়মেও প্রভাব পড়তে পারে। আর অলি-গলি, রাস্তা ইত্যাদিতে এমনভাবে সাজাবেন না যার ফলে মানুষের চলাফেরা করতে সমস্যা হয়। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "যে শরয়ী বিনা কারণে কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিল।" (মু'জামু আউসাত, ৩৬০৭) (মনে রাখবেন! লাইটিংয়ের জন্যও বিদ্যুৎ চুরী করা হারাম, অতএব বিদ্যুৎ এর যারা কাজ করে তাদের অফিসে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন)

মাশরিক ও মাগরিব এক এক, বামে কাবা পে ভী এক
নসব পরচম হো গেয়া, আহলাউ ওয়া সাহলান মারহাবা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ:১৪৬)

(৭) প্রত্যেক ইসলামী ভাই সামর্থ অনুযায়ী মাকতাবাতুল মদীনার দ্বীনি রিসালা এবং মাদানী ফুলের বিভিন্ন রিপ্লেট জুলূসে মিলাদে বিতরণ করুন এবং ইসলামী বোনেরাও বিতরণ করুন। একইভাবে নিজেদের মরহুম আত্মীয়দের ইসালে সাওয়াবের নিয়তে নিজের দোকান ইত্যাদিতে (Permanent) স্থায়ীভাবে রিসালা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে খুব বেশি বেশি বরকত অর্জন করুন। এবং প্রতি সপ্তাহে দেওয়া সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা পড়া বা শোনার সৌভাগ্য অর্জন করুন, এবং প্রতি বছর ১২ মাসের জন্য "মাসিক ফয়যানে মদীনা" এর বুকিং করিয়ে নিন।

www.dawateislami.net

চার সু রহমতোঁ কী হাওয়ায়েঁ চলিঁ, হো গায়ি জিস সে সারী ফাযা দিল নাশী
মুসকুরাউ সাভী আ গেয়ে হ্যাঁ নবী, গম কে মারো! তুমহারী খুশী কে লিয়ে

(৬) সম্ভব হলে রিসালা: বসন্তের প্রভাত ১২ পিস মাকতাবাতুল মদীনা থেকে ক্রয় করে বিশেষ করে ওইসব ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দিন যারা মাহে মিলাদ, রবিউল আউয়াল শরীফে লাইটিং করে অথবা মাহফিলে নাত ও বয়ান অথবা জুলূসে মিলাদের আয়োজন করে থাকে। রবিউল আউয়াল শরীফের সময়ে কোনো আশিকে রাসূল আলিমে দ্বীন অথবা মসজিদের ইমাম অথবা মুয়াজ্জিন বা খাদিমকে সম্ভব হলে প্রত্যেক জুমা অথবা প্রত্যেক মাস, ঈদ ও অন্যান্য উৎসবের সময় কিছু না কিছু আর্থিক খেদমত করুন। বিবাহের সময় "বিবাহ কার্ড" এর সাথে মাকতাবাতুল মদীনার দ্বীনি রিসালাও যুক্ত (Attach) করুন। ঈদ কার্ড ও ফুলের তোড়া দেয়ার পরিবর্তে দ্বীনি কিতাবাদি এবং রিসালা দেওয়ার প্রচলন করুন যাতে যেই টাকা খরচ হবে সেগুলো দ্বারা যেন নেকীর দাওয়াতের প্রসার হয়। বিবাহ বা মৃত্যু বার্ষিকিতে নিজের এলাকায় মাকতাবাতুল মদীনার স্টল (Stall) বসানোর ব্যবস্থা করুন এবং মেহমানদের মধ্যে সাওয়াবের নিয়তে ইসলামী কিতাবাদি এবং রিসালা বিনামূল্যে বিতরণ করুন।

ওয়িলাদত শাহে দিহঁ হার খুশি কী বায়িস হ্যা
হাযার ঈদ সে ভারী হ্যা বারোভী তারিখ (যওকে নাত, পৃ:১২২)

(৯) শহর, নগর, গ্রাম ইত্যাদিতে যিম্মাদারগণ ১২দিন পর্যন্ত প্রতিদিন আলাদা আলাদা মসজিদে আজিমুশ শান সুন্নাতে ভরা ইজতিমার আয়োজন করুন। সাখসিয়্যতের ঘর, আশিকানে রাসূলের দোকান, মার্কেট, কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যেও এই ইজতিমাসমূহ করুন।

www.dawateislami.net

(যিম্মাদার ইসলামী বোনেরা মাদানী মারকায থেকে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী ঘরের মধ্যে ইজতিমা করবেন)

লব পে নাতে রাসূলে আকরাম, হাতো ম্যা পরচম
দিওয়ানা সরকার কা কিতনা পিয়ারা লাগতা হ্যা

(১০) ১২ রবিউল আউয়ালের রাতে "মাহফিলে মিলাদে" যাওয়ার নিয়তে গোসল করুন। সকল ঈদের ঈদ এর প্রতি তা'যিমের নিয়তে মাদানী লেবাস, পাগড়ী, সারবন্দ, টুপি, মাথার উপর সাদা চাদর, (যদি চান অথবা যদি অভ্যাস থাকে তবে) পর্দার উপর পর্দা করার জন্য চাদর, মিসওয়াক, পকেটে রুমাল, সেন্ডেল, তাসবীহ, আতরের বোতল, হাতে ঘড়ি, কলম, কুফলে মদীনার প্যাড ইত্যাদি নিজের ব্যবহারের জিনিস সম্ভব হলে নতুন নিতে পারেন। (মজলিসে মিলাদ শরীফ এবং অন্যান্য ভালো মজলিস এর জন্য গোসল করা মুস্তাহাব)। (বাহারে শরীয়ত, ১/৩২৪) ইসলামী বোনেরাও নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী যা যা দরকার নতুন নিয়ে নিন।

আয়ি নায়ি হুকুমত সিক্কা নয়া চলে গা
আলম নে রঙ্গ বদলা সুবহে শবে বেলাদত

(যওকে নাত, পৃ:৯৫)

(১১) রবিউল আউয়ালের ১২তম রাতে ইজতিমায় মিলাদে অতিবাহিত করে সুবহে সাদিকের সময় মিলাদের পতাকা উঠিয়ে দরুদ ও সালাম পড়ে পড়ে চোখের পানি দ্বারা সুবহে বাহারাকে স্বাগত জানান। ফজরের নামাযের পর সালাম করার পর ঈদ মুবারক বলে একে অপরের সাথে উৎফুল্ল মনে সাক্ষাত করুন এবং সারাদিন ঈদের শুভেচ্ছা! ঈদ মুবারক! করতে থাকুন এবং ঈদের সাক্ষাত করতে থাকুন।

www.dawateislami.net

ঈদে মিলাদুন্নবী তো ঈদোঁ কী ভী ঈদ হ্যা
বিল ইয়াকী হ্যা ঈদে ঈদাঁ ঈদে মিলাদুন্নবী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ:৩৮০)

(১২) আল্লাহ পাকের প্রিয় আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক সোমবার রোযা রেখে নিজের শুভ জন্মদিন উদযাপন করতেন, আপনিও রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে ১২ রবিউল আউয়াল শরীফের দিন রোযা রেখে মিলাদের পতাকা উত্তোলন করে জুলূসে মিলাদে অংশগ্রহণ করুন, যথা সম্ভব অযু অবস্থায়, মুখে দরুদ ও সালাম এবং নাতে রাসূল সজ্জিত করুন, দৃষ্টিকে নত রেখে ভদ্রভাবে হাঁটবেন, চিৎকার চেচামেচি করে কাউকে কষ্ট দিবেন না। (যিম্মাদারগণ দাওয়াতে ইসলামীর জুলূসে মিলাদে ওইসব স্লোগানই দিবেন অথবা ওইসব নাতে রাসূলই চালাবেন যা মাদানী মারকাযের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে)

রবিয়ে পাক তুঝ পর আহলে সুন্নাত কিউঁ না কুরবাঁ হো
কেহ তেরি বারওয়াঁ তারিখ ওহ জানে কমর আয়া

(কবালায়ে বখশিশ, পৃ:৬৫)

জুলূসে মিলাদ আর নিয়ায (তাবারুক) এর তা'যিম

প্রত্যেক জুলূসে মিলাদে কিছু ইসলামী ভাইয়ের একটি টিম, তাদের মধ্যে একজনের কাছে মেগাফোন থাকবে, যদি কোথাও ট্রাক ইত্যাদি থেকে مَعَاذَ الله নিয়ায বা তাবারুক নিক্ষেপ করে তবে ওখানে নম্র ভাষায় এইভাবে ঘোষণা করবেন: "হে আশিকানে মিলাদ! দয়া করে নিয়াযের তা'যিম বজায় রাখুন এবং উপর থেকে নিক্ষেপ না করে হাতে হাতে এইভাবে দিন যাতে নষ্ট না হয়, রিযিকের প্রতি বিয়াদবি থেকে বেঁচে থাকুন।"

www.dawateislami.net

একটি হাদিসে পাক মনোযোগ সহকারে শুনুন: সমস্ত মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঘরে তাশরীফ আনলেন, রুটির টুকরো নিচে পড়া দেখলেন তো সেটি নিয়ে মুছলেন এরপর আহার করলেন আর বললেন: "আয়েশা! ভালো জিনিসের সম্মান করো কেননা এই বস্তু (অর্থাৎ রুটি) যখন কোনো জাতি থেকে উঠে যায় আর ফিরে আসে না।" (ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩৩৫৩) অর্থাৎ যদি অকৃতজ্ঞতার কারণে কোন জাতি থেকে রিযিক চলে যায় তবে সেটি আর ফিরে আসে না। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৬৪) লঙ্গরে মিলাদ বিতরণকারীদের কখনো কঠোরতা করবেন না, প্রয়োজন সাপেক্ষে হাতজোড় করে আবেদনের ভাষায় কথা বলবেন।

উল্লেখ্য টিমের কাছে থলে থাকবে জুলূসের সদস্যদের এই থলের মধ্যে কোশা ফেলানোর জন্য নম্র ভাষায় উৎসাহিত করবেন। এবং স্বয়ং নিজেরাও জমিন থেকে তুলে নিয়ে কোশা ইত্যাদি থলেতে রেখে দিবেন। ব্যবহারযোগ্য ফল এবং বিস্কুট ইত্যাদি আলাদা থলের মধ্যে জমা করবেন।

মাসআলা: যেখানে তাবারুক বিতরণ করা হয়, ওই বিতরণের স্থানে যেসব জিনিস নিচে পড়ে যায় সেগুলো উঠিয়ে নেওয়া ব্যক্তির মালিকানায় থাকে, কিন্তু মজলিসের বাহিরে যেমন নিয়ায বিতরণকারী ট্রাক চলে গেছে এরপর জমিন থেকে কোনো ফল বা চকলেট ইত্যাদি পেলে হতে পারে এগুলো "লুকতা" অর্থাৎ কারো থেকে পড়ে যাওয়া জিনিস। এইভাবে ধাতু (Metal) এর নকশায় নালাইনে পাক এবং পবিত্র ব্যাজ (Badge) ইত্যাদিও জমিন থেকে উঠাতে থাকুন এবং এটি তো স্পষ্টত লুকতার হুকুমে রয়েছে। এমন স্থানে এই বস্তুগুলো উঠানো অবস্থায় এখন যেহেতু এসব জিনিসের মালিক

www.dawateislami.net

খুঁজে পাওয়া কঠিন সুতরাং উঠানো ব্যক্তি যদি শরয়ী ফকির হয় এবং তা নিজের জন্য উঠিয়ে নেয় তবে চাইলে সে নিজে তা রেখে দিতে পারবে অথবা অন্য কোনো শরয়ী ফকিরকে দিয়ে দিবে আর যদি স্বয়ং নিজে শরয়ী ফকির না হয় এবং মালিককে খুঁজে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাও না থাকে তবে তা নিজে রেখে দিবে না বরং কোনো শরয়ী ফকিরকে দিয়ে দিবে। এটার একটি সমাধান হলো এটা যে, এজাতীয় জিনিসের কোন শরয়ী ফকিরকে মালিক বানিয়ে দিবেন, এখন সে চাইলে সেটা রেখে দিতে দিবে অথবা অন্য কাউকে দিয়ে দিবে। **(আরও বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীয়ত, খন্ড: ২, অংশ: ১০, পৃ: ৪৭১-৪৮৪ থেকে লুকতা তথা কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বর্ণনা পড়ে নিন)**

শরয়ী ফকির কাকে বলে?

ওই ব্যক্তি যার কাছে নিজের প্রয়োজনের চেয়েও অধিক সাড়ে বায়ন্ন তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) রুপা অথবা এর সমপরিমাণ টাকা অথবা এতগুলো অর্থ না থাকলে সে শরয়ী ফকির।

(বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "নামাযের আহকাম" পৃ: ৩৬২ পড়ে নিন)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net